

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৭৯

১/ বিবিধ

আরবী

إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم
موضوع

أخرجه ابن راهويه في " مسنده " (4 / 24 / 2) وابن عدي في " الكامل " (ق 161 / 2)
وأبو الحسن بن الصلت في " حديثه عن ابن عبد العزيز الهاشمي " (1 / 2) ، وأبو
نعيم في " الحلية " (8 / 188)
والخطيب في " تاريخه " (6 / 100) ، وابن عبد البر (1 / 61) ، وكذا الطبراني في " الأوسط " (2 / 115 / 1 / 6780) من طرق عن الحكم بن عبد الله عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا، وقال أبو نعيم
غريب من حديث الزهري تفرد به الحكم
قلت: وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف، وقيل: ابن سعد أبو سلمة الحمصي وهو
كذاب كما قال أبو حاتم، وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 233) من
طريق الخطيب ثم قال
قال الصوري: منكر لا أصل له لا يرويه عن الزهري غير الحكم
، والحكم قال أبو حاتم كذاب وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، قال
السيوطي في " اللآلئ " (1 / 209)
قلت: قال الدارقطني: كان يضع الحديث، روى عن الزهري عن ابن المسيب نحو

خمسين حديثا لا أصل لها، ثم قال السيوطي وأخرجه أبو علي الحسين بن محمد بن حسين المقرئ في "جزئه"، حدثنا أحمد بن عمير، أنبأنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، حدثنا النفيلي، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي سلمة الحمصي عن الزهري به، وقال ابن عمير: ليس أبو سلمة هذا، سليمان بن سلم، هذا رجل آخر

قلت: صدق ابن عمير وكان من تمام الفائدة أن يبين هو أو السيوطي من هو ولكنهما لم يفعلوا، وقد تبين لي أنه الحكم بن عبد الله نفسه فإنه يكنى أبا سلمة، وقد ذكره بقية بكنيته دون اسمه يدلّسه، وهذا مما اشتهر به بقية، عافانا الله تعالى من كل آفة وبلية ويؤكد ذلك أن بقية قد صرح باسمه في رواية الطبراني وغيره

ومع إقرار السيوطي ابن الجوزي على وضع هذا الحديث وتأييده لوضعه، فقد أورده أيضا في "الجامع الصغير" من رواية الطبراني، وابن عدي، وأبي نعيم في "الحلية" عن عائشة! ولا يفيد رواية ابن عدي أيضا إياه فإن في سنده أيضا متهما، وهو بلفظ (الأتي)

বাংলা

৩৭৯। যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে এরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারলাম না যা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিত। তাহলে সে দিনের সূর্যোদয় হতে আমাকে কোন বরকত দেয়া হলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু রাহওয়াই তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/২৪/২), ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ২/১৬১), আবুল হাসান ইবনুস সালাত ইবনু আবদিল আযীয হাশেমী হতে বর্ণিত তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২), আবু নুমাইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/১৮৮), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৬/১০০), ইবনু আদিল বার (১/৬১) এবং তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১১৫/১/৬৭৮০) বিভিন্ন সূত্রে হাকাম ইবনু আদিল্লাহ হতে, তিনি যুহরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবু নুমাইম বলেনঃ হাদীসটি যুহরী হতে গরীব। হাকাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাকাম ইবনু আদিব্লাহ ইবনে খাত্তাফ (কেউ কেউ বলেছেনঃ ইবনু সাদ) আবু সালমা আল-হিমসী। তিনি মিথ্যুক যেমনভাবে আবু হাতিম বলেছেন। ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/২৩৩) হাদীসটি আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেনঃ সূরী বলেনঃ এটি মুনকার, এটির কোন ভিত্তি নেই, হাকাম ছাড়া অন্য কেউ যুহরী হতে বর্ণনা করেননি। হাকাম সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেনঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২০৯) বলেনঃ দারাকুতনী বলেছেনঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। তিনি যুহরীর মাধ্যমে ইবনুল মুসায়য়্যাব হতে পঞ্চাশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর সুযুতী বলেছেনঃ আবু ‘আলী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন মাকরী হাদীসটি তার “জুযউ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যে সনদটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির মধ্যেও রয়েছে হাকাম ইবনু আবদিব্লাহ। তিনিই হচ্ছেন আবু সালমা আল-হিমসী। সুযুতী হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এ কথা স্বীকার করার পরেও “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67964>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন